কবি নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

বাঁধন সেনগুপ্ত

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

লেখকের নিবেদন

বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম সম্পর্কে সারা পৃথিবী জুড়ে যে আগ্রহ গত অর্ধদশক জুড়ে লক্ষ্য করা গেছে তা তুলনাবিহীন। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন এত আলোচনা গ্রন্থ এর আগে আর কাউকে নিয়ে লিখিত বা প্রকাশিত হয়নি। হিসেব মতো নজরুলকে নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা এখন দেশে বিদেশে মোট সাতশোরও বেশি। এর মধ্যে অবশ্য বাংলা ভাষায় বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাই প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি। বাকি গ্রন্থগুলি হিন্দি, উর্দু, ফারসি, ইংরেজি, জাপানি, রুশ প্রভৃতি ভাষায় লেখা। এছাড়াও আছে প্রায় কয়েকশো পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা যা কবির শতবর্ষে বা তার আগে বা পরে 'নজরুল শ্রদ্ধার্ঘ্য' বা 'স্মরণ সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত।

লক্ষনীয়, নজরুল এমন এক আকর্ষণীয় চরিত্র যাঁকে নিয়ে পাঠক বা অনুরাগীদের বিশ্বের নানা প্রান্তে আজও আগ্রহের অন্ত নেই। মাত্র বাইশ বছরের বর্ণময় জীবনে বিগত শতাব্দীর অন্যতম প্রধান মানবদরদি এই পুরুষের হৃদয়ে ছিল কঠোর ও কোমলের আশ্চর্য এক সহাবস্থান। এ হেন ব্যক্তিত্বকে কুর্ণিশ জানিয়েছিলেন সমকাল। কাব্যে, সঙ্গীতে, উপন্যাসে, ছোটো গল্পে, নাটকে বা প্রবন্ধে তাঁর ছিল সহজাত দক্ষতা। তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা ও গুরুত্বকে সেদিন অস্বীকার করতে পারেননি কেউ। বিপিন পাল, বারীণ ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও দেশবন্ধুর মতো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি, সুভাষচন্দ্র, ফজলুল হক বা জওহরলালও ছিলেন তাঁর শুভার্থী ও গুণমুগ্ধ। তার আগে বা পরে এমন বিপুল পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আর কারো ভাগ্যে আজও জোটেনি। তাই একদা 'বিদ্রোহী' খ্যাত কবি আজ প্রতিবেশী বাংলাদেশের 'জাতীয় কবি' হিসেবে চিহ্নিত ও সম্মানিত। তাঁর রচিত গান ভারত ও বাংলাদেশে সমর সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত।

তাঁর রচিত প্রায় শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে আছে আনুমানিক সাড়ে তিন হাজারের কাছাকাছি গান। বাংলা গানে তিনিই আজও সর্বাধিক গানের রচয়িতা। তাঁর

অসাম্প্রদায়িক ভাবনা, সম্প্রীতি বোধ ও আন্তর্জাতিক মনস্কতা প্রথম থেকেই তাঁকে বিশ্ব নাগরিকের মর্যাদা দান করেছে। নজরুল তাই আজ কালের সীমায় আবদ্ধ নন, তিনি সর্বকালের। মানুষের অধিকার ও মর্যাদারক্ষার লড়াইতে তিনি কালের অগ্রপথিক হিসেবে মান্য। মানবতার একান্ত স্বজন পুরুষও তিনি। বাংলায় তিনিই প্রথম আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের বাংলা অনুবাদক। কেবলমাত্র কবিতা লেখার অপরাধে তিনি ছিলেন প্রথম কারাবন্দি বাঙালি কবি। তিনি একাধিক নাটক লিখেছিলেন। গীতিনাট্যও লিখেছেন অজস্র। অভিনয় ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে। একাধিক গ্রামাফোন কোম্পানিতে সমকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের জন্য তিনি ছিলেন খ্যাতনামা ট্রেনার। আজও বাঙালির অন্যতম প্রধান গীতিকার স্বয়ং কবি কাজি নজরুল ইসলাম। বাংলা গজলের মতো ইসলামি গান ও শ্যামাসঙ্গীতেরও তিনি প্রথম সফল রূপকার।

বিদ্রোহে, প্রেমে, ক্রোধে ও ভালোবাসায় আজীবন মথিত এই আকর্ষণীয় বাঙালি চরিত্রের বহুমুখী বিকাশ সম্পর্কে লেখক আজীবন আগ্রহী। তিন দশক আগে নজরুলকে নিয়ে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গবেষণার সুবাদে প্রথম পিএইচ. ডি হবার পরেও প্রায় চারদশক ধরে নজরুল অন্বেষায় মেতে আছি। নজরুল চর্চা ও গবেষণার বিভিন্ন দিক নিয়ে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বারো-তেরোটি গ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে শতাধিক নজরুল বিষয়ক নানাবিধ রচনা। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত সেইসব প্রবন্ধ থেকে বাছাই করে মোট ২৪টি প্রবন্ধ প্রধানত নজরুল প্রিয় পাঠকসমাজের আগ্রহে বর্তমান সংকলনে সযত্নে স্থান পেল।

বর্তমান রচনাগুলি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সেমিনারে পঠিত বা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। যেমন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলাদেশ), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সাহিত্য অকাদেমী আয়োজিত সেমিনার, আকাশবাণী (কলকাতা), নজরুল ইসলাম শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ (ঢাকা), দৈনিক আজকাল, গরিফা সঙ্ঘশ্রী, চুরুলিয়া নজরুল একাডেমী, বারাসাত সমকাল, সেলিনা বাহার জামান স্মারক বক্তৃতা (দ্বারভাঙা হল ক. বি.), আর্ন্তজাতিক নজরুল সম্মেলন (ঢাকা), তাঁত ঘর, বিশ্বকোষ পরিষদ, সোপান (কাঁচরাপাড়া), সময় অসময় (ইছাপুর), ভাষা শহীদ স্মারক সমিতি পত্রিকা, এইকাল (কাঁচরাপাড়া), সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা বারাকপুর গার্লস স্কুল ও নক্ষত্র পত্রিকা ২০০৬ ইত্যাদি।

সুহৃদ্ নজরুল বন্ধুদের তাগিদে ও প্রকাশক বন্ধু সন্দীপ নায়কের উৎসাহ ও সহযোগে আর-একটি নজরুল বিষয়ক নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। নজরুল-প্রিয় পাঠক সমাজের কাছে তা আদৃত হোক এই প্রার্থনা। নমস্কারান্তে,
হালিসহর ২ জানুয়ারি, ২০১০।

বাঁধন সেনগুপ্ত

সূচিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল : পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব	১১
নজরুল সাহিত্য : তৎকালীন প্রতিক্রিয়া	২২
'ধূমকেতু', রাঙাযুগ ও অন্যান্য কাহিনি	২৯
সুভাষচন্দ্র ও নজরুল : অগ্নিবাহী দুই আখ্যান	৪১
গরিফায় নজরুল ও গরিফার সন্তোষকুমারী	৫১
আকাশবাণীর আঙিনায় নজরুল	৫৮
নজরুলের ভাষায় শব্দের বর্ণমালা	৬৭
নজরুলের সঙ্গীত ভাবনা	৭৬
নজরুলের 'হারানো' গানের খাতা	৭৯
নজরুলের ভক্তিগীতি : ভক্তের আর্তি	৮৩
নজরুলের কাব্যবিচারে : আধুনিক পরিপ্রেক্ষিত	৮৬
পালিতা কন্যা শান্তিলতার চোখে নজরুল	৯৩
চলচ্চিত্রে পরিচালক, গীতিকার, সুরকার ও গায়ক-অভিনেতা নজরুল	৯৯
কুমিল্লা ও কুমিল্লায় নজরুল ইসলাম	১০৬
জিজ্ঞাসার তৃপ্তি-হারা সেই হাহাকার	১১৩
ফুটিয়াছিল ভুল করে ফুল	১১৮
জীবনানন্দের ডায়েরিতে নজরুল প্রসঙ্গ	১২৫
অন্য ভাষায় নজরুলের সৃষ্টি : এক মহৎ উত্তরাধিকার	১৩৩
স্তব্ধ সেই ব্যর্থ কোলাহল	১৪০
নজরুল চর্চার চালচিত্র	১৪৬
নজরুল বিষয়ক গবেষণার ইতিবৃত্ত	১৫২
আঁধারের অগ্নি-সেতু	১৫৯
ব্রজেন্দ্রকুমার দে ও 'বিদ্রোহী নজরুল'	১৬৭
নজরুল পুনরাবিষ্কারে অগ্রপথিক সেলিনা বাহার জামান	১৭৫

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল :
পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব

বাংলা সাহিত্যে এখনও বহুল পরিমাণে আলোড়িত বা আলোচিত যে দুটি নাম তা হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজি নজরুল ইসলাম। আমাদের সংস্কৃতিতে চিন্তায়, মননে ও রুচিতে বাঙালি জীবনমানসের এঁরাই অন্যতম রূপকার। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার আপনাপন ক্ষেত্রেও এঁরাই এখনও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। সময়ের বিচারে এই দুই মনীষার বয়সের ফারাক প্রায় আটত্রিশ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ এঁরাই। বাঙালির মেধা ও ভাবনা এঁদের সৃষ্টিকেই আজও সাদরে গ্রহণ করে চলেছে। উভয়কে নিয়ে কয়েকশো গ্রন্থ রচিত হবার পরেও এঁদের সৃষ্টি সম্পর্কে আজও তাই উৎসাহ বা ঔৎসুক্যের বিরাম নেই।

লক্ষণীয়, এই দুই প্রতিভার পারিবারিক পট ও পরিবেশ, অর্থনৈতিক কাঠামো বা বিন্যাস সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। প্রথমাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন অবশ্যই পরিবেশগত আনুকূল্যে লালিত। তুলনায় নজরুলের জীবনে প্রথম থেকেই যেন অভাব, অনিশ্চয়তা এবং পরিবেশগত প্রতিকূলতা কারোই নজর এড়ায় না। ফলে একজনের প্রতিভা যেখানে আনুকূল্যে বিকশিত সেখানে অপরের ক্ষেত্রে কেবলই যেন শুধু প্রতিকূলতাকে জয় করা এবং সেইসঙ্গে নিরন্তর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত-করার দুর্জয় সাধনা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার সময়সীমা প্রায় দীর্ঘ সাত দশক ঘিরে পরিব্যপ্ত। তুলনায় নজরুলের সাহিত্য-সাধনার সীমারেখা কিঞ্চিৎ অধিক দুই দশকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সময়ের মধ্যে অসংখ্য গান, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটো গল্প রচনার পাশাপাশি নজরুল তিনটি পত্রিকার সম্পাদনার কাজেও এই সময় যুক্ত ছিলেন। যেমন—সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' (১৯২০),

সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' (১৯২২) ও সাপ্তাহিক 'লাঙল' (১৯২৫)। এ ছাড়া, নজরুল এই পর্বে 'গণবাণী' (১৯২৬) 'সেবক' (১৯২২) ও 'সওগাত' (১৯১৮) পত্রিকার সঙ্গেও নানাসূত্রে জড়িত ছিলেন। আবার এরই মধ্যে অসংখ্য রাজনৈতিক সম্মেলনে সক্রিয় উপস্থিতির কারণে নজরুলকে দেশের নানা প্রান্তে ছুটে বেড়াতে হত। সে সময় প্রতিটি সভায় নজরুলের কণ্ঠে পরিবেশিত গান ও আবৃত্তি ছিল অন্যতম আকর্ষণ। এ ছাড়াও ছিল এক বছরের কারাবাসের অন্তরীন জীবন (১৯২৩), নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা (১৯২৬) ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথও তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে একাধিক পত্রিকা সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন। যেমন বালক, বালক ও ভারতী, ভারতী, বঙ্গদর্শন, হিতবাদী, শান্তিনিকেতন ইত্যাদি। উভয়েই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতায় কমবেশি পরিপুষ্ট। তবে নজরুলের সম্পাদনায় ছিল সাংবাদিকতার প্রাধান্য। তা ছাড়া দৈনিক সান্ধ্য পত্রিকা সম্পাদনা তথা অর্ধ সাপ্তাহিক ('ধূমকেতু' ও 'লাঙল' (সাপ্তাহিক) পত্রিকা সম্পাদনার অভিজ্ঞতাও ছিল একমাত্র নজরুলেরই। বলাবাহুল্য, এগুলি রাজনৈতিক চিন্তা ও আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রচারিত। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পত্রিকাগুলি ছিল মূলত সাহিত্য-বিষয়ক। সাংবাদিক হিসেবে নজরুল নিঃসন্দেহে বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলেন।

বলতে গেলে কবিতা দিয়েই উভয়ের সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত। ১৮৭৫ সালে হিন্দু মেলার জন্যে লেখা 'হোক ভারতের জয়' (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) এবং 'হিন্দু মেলার উপহার' (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) কবিতা থেকেই রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি বিষয়ক রচনার শুরু। বয়স তখন তাঁর তেরো বছর ন'মাস। আর নজরুল দশ বছর বয়স থেকে মুখে মুখে লেটো গান রচনা করে জীবন শুরু করলেও কয়েক বছর পরে ক্লাসে ডবল প্রোমোশন পাওয়া আঠারো বছরের নজরুল কাউকে কিছু না জানিয়ে সৈন্যদলে যোগ দিতে চলে গিয়েছিলেন। আসানসোলে দোকানের কর্মচারী বালক নজরুল যখন তাঁর প্রথম কবিতা 'মৌনী ফকির' লিখেছিলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো বছর। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লব ভাবনা কৈশোরেই ছাত্রাবস্থায় তাঁর মাথায় বাসা বেধেছিল বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র ঘটকের সংস্পর্শে এসে। নজরুল তখন শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র।

অন্যদিকে, সতেরো বছর বয়সে (১৮৭৮) পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের আশায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলেত যান। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গানের টানেও তাঁকে আটকে রাখতে পারেননি। বরং দাদা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিক্ষারও ব্যবস্থা করে দেন। একই বয়সে শিয়ারসোলে তখন

একজন সশস্ত্র আন্দোলনের স্বপ্নে বিভোর। আর-একজন তখন পারিবারিক আনুকূল্যে সেই শাসক ইংরেজদের শিক্ষায় শিক্ষিত হবার আশায় তাঁর দাদা প্রথম আই.সি.এস অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথের তদারকিতে বিলেতে পাড়ি দিয়েছিলেন।

সৈন্যবাহিনী থেকে ফিরে আসার পর অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে নজরুল কলকাতায় এসে (মার্চ ১৯২০) মাস তিনেক পরেই (১২ জুলাই) দৈনিক নবযুগ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নজরুলের বয়স তখন একুশ। সেদিন ওই পত্রিকার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নবীন কবি রুশ বিপ্লব, আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলন ও নব্য তুর্কির উত্থানের সঙ্গে তুলনা করে একে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মহাজাগরণ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। ওই বয়সে তাঁর দূরদর্শিতা সত্যিই অকল্পনীয় মনে হত।

তবু প্রশ্ন হল দুই ভিন্ন পটভূমিকায় ব্যক্তিজীবনের মিল বা অমিলের মধ্যে এই দুই প্রতিভার পারস্পরিক সম্পর্ক বা যোগাযোগ কেমন ছিল? অনেক সময় পাঠক এর অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রায়শই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। সকলেই জানেন যে, রবীন্দ্রভক্ত সমাজের বিশাল এক অংশ রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায়ই ছিলেন প্রবল নজরুল বিরোধী। বাঙালির শ্রেষ্ঠ এই দুই মনীষীর পারস্পরিক সুসম্পর্ক এঁরা কখনোই মেনে নিতে পারেননি। বরং নানা সময়ে সুযোগ পেলেই এঁরা তুলনা-প্রতিতুলনার বিভ্রান্তি তথা চরিত্র হননের মাধ্যমে নজরুলকে হেয় প্রতিপন্ন করতেই উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রোত্তর কালের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় কবি হিসেবে নজরুলকেই বোঝাত। নজরুল বিরোধী অনেকে তাই আড়ালে নজরুলের কাব্যের অন্ধ অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠা পাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন। প্রকাশ্যে এঁরাই সে সময় পত্র পত্রিকায় নজরুলকে আক্রমণ করতেন। এঁরা কবির চরিত্র হননে উল্লাসে মেতে উঠতে কখনোই দ্বিধা করেননি। মোহান্ধ রবীন্দ্রভক্ত মোসাহেব এবং ঈর্ষাকাতর নজরুল বিরোধী শিবিরের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও নজরুল প্রথম থেকেই প্রবল ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্তরের ব্যথা বা যন্ত্রণার কথা সর্বদা গোপন রাখাই ছিল কবি নজরুলের স্বভাব।

অন্যদিকে, কাজি নজরুল ইসলাম বালক বয়স থেকেই অগ্রজ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শীর্ষে। নজরুল সেই বিরাট পুরুষকে জীবনের প্রারম্ভ থেকেই আপন অন্তরে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন। শোনা যায়, অনুরাগী হিসেবে সেই দশ-এগারো বছর বয়সেই নজরুল রবীন্দ্রনাথের ছবি বাঁধিয়ে ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে ফুল দিয়ে তাঁকে

পুজো করতেন। কেউ তাঁর সামনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করলে প্রকাশ্যেই নজরুল ক্রোধে তার প্রতি মারমুখো হয়ে উঠতেন। একবার প্রতিবাদ করতে গিয়ে স্বয়ং তাঁর বন্ধু কপালে আঘাত পেয়ে গুরুতরভাবে আহত হন। বন্ধু জগৎ রায় নজরুলের সেই আঘাতকে পরবর্তীকালে 'কপালের জয়টিকা' বলে অভিহিত করে গৌরববোধ করেছিলেন। কৈশোরে লেটোর দল ছেড়ে মাথরুণ নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে সিক্সথ ক্লাসে (১৯১০) পড়বার সময়েই নজরুল রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার সঙ্গে বেশি করে পরিচিত হন। তেইশ বছর বয়সি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক তখন ছিলেন নজরুলের বাংলার শিক্ষক। ময়মনসিংহের দবিরামপুর স্কুলে পড়বার সময়েই পনেরো বছরের নজরুল একটি বিচিত্রানুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' ও 'পুরাতন ভৃত্য' আবৃত্তি করে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি' (১৯১৯) রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা'র সমিল মুক্ত ছন্দের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আসানসোলে রুটির দোকানে তাঁর মুখে লেটোগানের মতো সর্বদা রবীন্দ্রনাথের গানও শোনা যেত। রানিগঞ্জ শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে ছাত্রাবস্থায় শিক্ষক ভোলানাথ কর্মকার ও হরশঙ্কর মিশ্রের বিদায় উপলক্ষে লেখা নজরুলের দুটি কবিতা 'করুণ গাথা' ও 'করুণ বেহাগ'। এর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। স্কুলের শিক্ষক সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলালের কাছে রবীন্দ্রনাথের অনেক গান শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন নজরুল। বিশেষ করে 'গীতাঞ্জলি' ও 'নীতিমাল্য' থেকে বহু গানই সতীশচন্দ্র নজরুলকে ওই বয়সেই শিখিয়েছিলেন। সৈন্যবাহিনীতে যাবার সময় নজরুলের অন্যতম সঙ্গী ছিল রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' ও কয়েকখানি স্বরলিপির বই। ফলে আড়াই বছর সৈন্যবাহিনীতে অবস্থানকালে নজরুলের অবসর সময় কেটেছিল প্রধানত রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে। এমনকি, সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালে কবি পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফেজের কবিতা অনুবাদের সময় গ্রন্থের মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে ভোলেননি। কলকাতায় ফিরে আসার পরেও রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁর অন্তরের একান্ত প্রিয়জন। অথচ তখনও রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কাছে এক অদেখা মানুষ।

১৯২০ সালে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নজরুলের তিনটি কবিতা—'শাত-ইল আরব', 'বোধন' ও 'খেয়াপারের তরণী'। তা পড়েই মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বয়ং মোহিতলাল মজুমদার। নজরুলের কবিতাগুলির বলিষ্ঠতা ও স্বাতন্ত্র্য রবীন্দ্রনাথেরও নজর এড়ায়নি। কবি তাঁর একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরির মারফত নজরুলের কবিতার নিয়মিত তখন তিনি খোঁজখবর

রাখতেন। তিনি নজরুলের ব্যাপারে রীতিমত উৎসাহী হয়ে উঠলেন। নজরুলও বন্ধু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাঁর প্রতি কবিগুরুর সেই আগ্রহের কথা জেনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কবিকে দেখা ও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে নজরুল তখন ব্যাকুল।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯২১। ওই দিন রবীন্দ্রনাথের ৬০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা সভায় নজরুল সপার্ষদ উপস্থিত হন। মঞ্চে ওঠার পর রবীন্দ্রনাথ নজরুলকেও তাঁর পাশে বসতে ইশারা করেন। সভায় সেদিন তেমন আলাপ বা পরিচয়ের সুযোগ ছিল না। তাছাড়া রবীন্দ্র ভক্তদের অনেকেই নজরুলকে স্বয়ং গুরুদেব পাশে ডেকে বসানোর ফলে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে বলেছিলেন নজরুলকে তাঁর কাছে একদিন নিয়ে আসার জন্যে। শহীদুল্লাহ্‌ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁকেও বলেছিলেন নজরুলকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসতে, যাতে নিশ্চিন্তে নজরুলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা যায়।

পরের মাসেই (অক্টোবর ১৯২১) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ নজরুলকে নিয়ে ট্রেনে হাওড়া থেকে সরাসরি শান্তিনিকেতনে গেলেন রবীন্দ্র-সন্দর্শনে। রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে নজরুলই আবৃত্তি করে শোনালেন 'আগমনী' করিতাটি। ফিরে এসে যোগাযোগ ক্রমশ বাড়তে থাকে। আজীবন সেই সুসম্পর্ক বজায় ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রীতির বন্ধনে ক্রমশঃ ধরা দিলেন নজরুল।

নজরুল সম্পাদিত অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম প্রকাশপর্বে (১২ আগস্ট ১৯২২) নজরুল গুরুদেবের কাছে আশীর্বাণী প্রার্থনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর আশীর্বাণী 'আয় চলে আয় রে ধূমকেতু' নজরুলকে লিখে পাঠালেন (২৪ শ্রাবণ ১৩২৯)। 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রচ্ছদে সেই আশীর্বচন কবির হস্তাক্ষর সহ ব্লক করে নিয়মিত ছাপা হত।

১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে উৎসর্গিত তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্যাটির দু-কপি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মারফত আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নজরুলকে পাঠান। নজরুল তখন সেখানে বিচারাধীন বন্দি। বাংলা সাহিত্যে নবাগত চব্বিশ বছরের নবীন কবি নজরুলকে সেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি উপহার নয়, উৎসর্গিত গ্রন্থ হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। এমন উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার আগে বা পরে আর নেই। বিচারাধীন নবীন কবি নজরুল তা পেয়ে বিস্মিত, আনন্দিত ও গর্বিত। তাঁর কাছে ব্যাপারটি ছিল গুরুদেবের আশীর্বাদস্বরূপ। কিন্তু রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের অনেকেই তাতে ক্ষুব্ধ